স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই ভাদ্র বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 22nd Aug. 1962 { ১৫শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

আইনের ধারা ও নয়নের ধারা

—০—

যে রাজবিধি অনুসারে বিচার হয়, তাহার নাম আইন। আইনের এক একটি পরিচ্ছেদকে আইনের ধারা বলে। কোন তরল বস্তুর অনবরত ক্ষরণকেও ধারা বলে। চোকের জল নির্গত হইয়া অবিরত গাল ভিজাইয়া পতিত হইলে সেই জলপ্রবাহকে নয়নধারা বলে। রাজশক্তি আইনের ধারা অনুসারে বিচার করে। রাজার বিচারালয়ে যাহার যাইবার সামর্থ্য নাই বা আইনের অপপ্রয়োগ জন্য যে ব্যক্তি সুবিচার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়, তাহার নয়নধারা দেখাইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বিচারকর্ত্তা ভগবানের দরবারে বিচারপ্রার্থী হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পুরাণ বা ইতিহাস সদৃশ-ঘটনাবলী পুনরুক্তি করিয়া থাকে। ইংরাজগণও ইহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"হিষ্ট্রী রিপিট্‌স্ ইট্‌সেল্‌ফ্"।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বাদশা শাহ্‌জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী করিয়া, সহোদরগণকে হত্যা করিয়া নিজের বাদশাহী তক্ত নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন, ইতিহাসে ইহা পাঠ করিয়া অনেকে শিহরিয়া উঠেন। রাজ্যলিপ্সা ও সেই রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিবার প্রলোভন পৌরাণিক ঘটনাতেও বর্ণিত আছে।

মথুরায় কংস নামক জনৈক দৈত্য পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া মথুরার সিংহাসন অধিকার করেন। কংসের খুড়তুতো ভগ্নী দেবকীর বিবাহ সময়ে কংস দৈববাণীতে জানিতে পারেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাঁহাকে সংহার করিবে। রাজ্যের এবং শাসকবৃন্দের নিরাপত্তার জন্য যাহার দ্বারা বিঘ্ন উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা করা হয়, তাহাকেই বিনা বিচারে আটক রাখা হয়, কোন কোন রাজ্যে কায়দা করিয়া হত্যার কথাও শোনা যায়। দ্বাপর যুগে কংস রাজ্যেও সে পদ্ধতির অভাব ছিল না। দৈববাণীতে বিশ্বাস করিয়া দুর্বৃত্ত কংস খুড়তুতো ভগ্নী দেবকী ও তাঁহার স্বামী বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে সংহার করিবে দৈববাণীতে ইহা জানিলেও দেবকীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে নির্দ্দয় কংস তাহাকেই মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া গিয়া হত্যা করে। সাতটি সন্তান হত্যা করার পর এবারে অষ্টম গর্ভ। কারাগারে প্রহরীগণকে সতর্ক ও সজাগ থাকিবার আদেশ করিয়া কংস তাহাদিগের নির্দ্দেশ দিলেন—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজসন্নিধানে লইয়া যাওয়া হয়। যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। প্রসব ব্যথায় মাতা অচেতন। কারারুদ্ধ পিতা বসুদেব সন্তানের জীবনরক্ষার্থ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। দুর্বৃত্তের বিনাশের জন্য ভগবান চিরদিনই বদ্ধপরিকর। বসুদেব দৈব-বাণী শ্রবণ করিলেন—"যমুনার পরপারে অবস্থিত গোকুল নগরে গোপরাজ নন্দের গৃহে সন্তানকে লইয়া যাও। নন্দগৃহিণী রাণী যশোমতী এইমাত্র একটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। সেই সদ্যপ্রসূতা কন্যাটিকে লইয়া তৎপরিবর্ত্তে পুত্রকে রাখিয়া আইস। কন্যাটিকে কারাগারে অচেতন দেবকীর পার্শ্বে শয়ন করাইয়া রাখ।"

পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কারাদ্বারে আসিয়া বসুদেব দেখিলেন—দ্বার উন্মুক্ত, প্রহরিগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। বিনা বাধায় বসুদেব সদ্যজাত সন্তানকে লইয়া যমুনা তীরে উপনীত হইলেন। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, খরস্রোতা যমুনা দুকুল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। বিপন্ন পিতা সজলনেত্রে ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন—"নারায়ণ! অকূলে কূল দাও প্রভো!" বসুদেব দেখিলেন—একটী শৃগাল যমুনার এপার হইতে ওপারে যাইতেছে। তিনি সেই শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করিলেন। যমুনার মধ্যস্থলে আসিবামাত্র কোলের শিশুটি যেন হাত ফস্‌কাইয়া যমুনার জলে পড়িয়া গেল। পিতা পাগলের মত খরস্রোতা নদীর জল হাতড়াইতে হাতড়াইতে অপ্রত্যাশিতভাবে সন্তানকে পাইয়া কোলে লইয়া দেখিলেন—শিশুর কোনও ক্ষতি হয় নাই। যমুনা পার হইয়া দ্রুতপদে নন্দালয়ে উপনীত হইয়া দেখিলেন—গোপরাজের প্রাসাদের সমস্ত দ্বারই যেন বসুদেবের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। বসুদেব যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ যশোমতীর সূতিকা ঘরে চালিত হইয়া, স্বীয় পুত্রকে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করাইয়া, তাঁহার সদ্যজাতা কন্যাটিকে কোলে লইয়া মথুরার কংস কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কারাদ্বার তেমনি উন্মুক্ত, প্রহরিগণ তেমনি নিদ্রাভিভূত। দেবকীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোপরাজের কন্যাটিকে তাঁহার পাশে শয়ন করাইয়া দিলেন।

বসুদেব স্বীয় পুত্রকে কংসের কবল হইতে নিরাপদে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া গোপরাজের কন্যাটিকে মথুরায় কংস কারাগারে লইয়া আসায়, তাঁহার পত্নীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান একদিন কংসের অত্যাচার হইতে ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া কংস ধ্বংস করিবেনই, এই আনন্দে "কারাগার" নাটকে "ধরিত্রীর" চরিত্র অভিনয়কালে বিখ্যাতা অভিনেত্রী রাজলক্ষ্মী কবি নজরুল ইসলাম রচিত একটি গান গাহিয়া সকলকে এত মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে শ্রোতৃ-বর্গের অনুরোধে সাতবার আঙ্কোর (Encore—পুনরাবৃত্তির) করিয়া অষ্টম বারে জোড়হস্তে সবকে নমস্কার করিয়া অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গানটি পাঠক সাধারণকে শুনাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

ভৈরবী—আদ্ধা কাওয়ালী।

তিমির বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণমুরারি আগত ওই।
টুটিল আগল, নিখিল পাগল,
সর্ব্বংসহা আজি সর্ব্বজয়ী॥

বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়,
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে, আয়,
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়,
কাল-রাখাল নাচে থৈ তাথৈ॥

বিশ্বজুড়ি উঠে স্তব নমোনমঃ,
অরির পুরী-মাঝে এল অরিন্দম!

ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরীজন,
বন্ধ কারামাঝে বন্ধ-বিমোচন,
ধরি' অজানা পথ, আসিল অনাগত,
জাগিয়া ব্যথাহত বলে মাভৈঃ ॥

প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া দেখিল রাজভগ্নী বন্দিনী দেবকী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছেন। দুরাত্মা কংস সংবাদ পাইবামাত্র কন্যাটিকে বধার্থে প্রস্তরের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিল—কথিত আছে, স্বয়ং মহামায়া কৃষ্ণকে রক্ষার্থ নন্দালয়ে কন্যারূপে ভূমিষ্ঠা হইয়াছিলেন। শিলাখণ্ডে নিক্ষিপ্তা হইবামাত্র কন্যাটি অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরিয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন। দৈববাণী হইল—

"তোমারে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে"

এই বাক্য একা কংসের জন্য নহে, সকল অধার্ম্মিক, অত্যাচারী জনপীড়কের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। নিরীহ জনসাধারণ দুর্বৃত্তগণের কিছু করিতে পারে না সত্য। তাহাদের নিধনের জন্য শেয়ালে পথ দেখায়, যমুনার খরস্রোতেও আঁতুরের শিশুও ভাসিয়া যায় না, সশস্ত্র প্রহরীরাও নিদ্রায় অচেতন হইয়া থাকে। আইনের ধারা নয়নের ধারায় ভাসিয়া যায়।

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জের স্বর্গীয়া নিত্যকালী দাসী এষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার ও জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বর্গত তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয়ের মধ্যম পুত্র চণ্ডীদাস ধর মহাশয় গত ২রা ভাদ্র রবিবার রাত্রি বার ঘটিকার সময় ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা স্বয়ং বাগ্দেবীরও নাই। তিনি বৃদ্ধা মাতা, বিধবা স্ত্রী, তিন কন্যা, দুই ভ্রাতা, এক ভগ্নী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি নির্ব্বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিয়া পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে পক্ষাঘাত রোগ

গত ১৭ই আগষ্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার রাজ্যসভায় জানান যে এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় ৪৫০ ব্যক্তি পক্ষাঘাত জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়। নদীয়া জেলার তিনটী গ্রামে ২৪ ব্যক্তির অনুরূপ রোগ দেখা দেয়। একটী স্ত্রীলোক ছাড়া কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

আসামের দারাং জেলায় ছোট পোখরীতে একটী ক্যাথালিক মিশনে ঐ রোগ দেখা দেয়। মিশনের ১৮০ জন আমদানীকৃত মার্কিণ গমের তৈরী খাদ্য খাইয়া ঐ রোগাক্রান্ত হয়। ঐ মার্কিণ গমে কীটনাশক বিষাক্ত ঔষধ পাওয়া যায়।

কাদা ঘাঁটাই সার হলো

মধ্যপ্রদেশ বিলাসপুর জেলার শিওরিনারায়ণ গ্রামের এক কুম্ভকার তাহার সারাজীবনের সঞ্চিত তিন হাজার টাকার কারেন্সী নোট মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। গত সপ্তাহে সে তাহার ধনাগার খুঁড়িয়া দেখে—উইয়ে সব নোটগুলি বিনষ্ট করিয়াছে।

মহিলা সঙ্ঘে স্বাধীনতা দিবস

বিগত ১৫ই আগষ্ট বুধবার জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে জঙ্গিপুর মহিলা সঙ্ঘে স্বাধীনতা দিবসের উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ দিন বৈকালে সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত ভাগীরথী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদিগকে জামা ফ্রক প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছে। দুঃখীজনগণকে সপ্তাহে দুই সের করিয়া চাউল খয়রাত করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া সঙ্ঘের সভ্যাগণ নানাবিধ সমাজ সেবার কাজে ব্রতী আছেন। তাঁহাদের কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন

আগামী ২৬শে আগষ্ট রবিবার বৈকাল ৩ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কের সম্মুখস্থ রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বের মাঠে প্রস্তাবিত 'জঙ্গিপুর রবীন্দ্র-ভবনে'র ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইবে। জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত করিবেন। "জঙ্গিপুর রবীন্দ্র ভবন নির্ম্মাণ সমিতি"র সম্পাদক শ্রীরোহিণী-কুমার রায় মহাশয় সহর ও মফস্বলের জনগণকে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

বিষ ছাড়া কিছু নয়

সাধারণতঃ বাঙালী যা খায় তা' বিষ ছাড়া আর কিছুই না—

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধর মহাশয় স্বয়ং এই অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, বাংলা দেশের মায়েদের তেলে চচ্চড়ি, ঝালে পুরপুরি রান্নাই তাঁহাদের স্বামী এবং ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির কারণ। নবব্যারাকপুরে ডাঃ বি, সি, রায় সাধারণ হাসপাতালের উদ্বোধন-কালে তিনি উহা বলেন। চিকিৎসক হিসাবে গত চল্লিশ বৎসর তিনি যে সব রোগী পাইয়াছেন তাঁহাদের অর্দ্ধেকই পেটের—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা নানারকম পেটের রোগে কষ্ট পায়। তিনি বলেন—পরিবার পরিকল্পনা ও রন্ধন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে বাঙালীর উন্নতি নাই। এ বিষয়ে তিনি মেয়েদের বিশেষ উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করেন।

বর্ষার ঘনঘটা

প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হইতেছে। গতকল্য হইতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ায় রাস্তাঘাটে চলাচল কঠিন হইয়াছে। সহরের কোন কোন রাস্তা পাড়া-গাঁয়ের রাস্তাকেও হার মানাইয়াছে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নুতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মুল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।